বিষয়ঃ বিচারাধীন মামলার জট (Backlog) দূরীকরণ ও দ্রুত বিচার নিশ্চিতকরণ কল্পে কার্যপত্র প্রস্তুত অন্তে সুপারিশ আকারে প্রেরণ

সূত্রঃ বাংলদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়, লেজিসলেটিভ ড্রাফটিং ইউনিট এর স্মারক নং-১১.০০.০০০০.৮৬৮.০৬.৫০২.১৪.৮৩৪, তারিখ- ২১-০৫-২০১৪ইং ।

দশম জাতীয় সংসদের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ২য় বৈঠক বিগত ১৯-০৪-২০১৪ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ী কমিটির সভাপতি মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সভাপতিত্ব করেন। সভায় মাননীয় আইন মন্ত্রীসহ সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট কমকর্তাবৃন্দ ও আমন্ত্রণক্রমে আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। আলোচ্যসূচীতে অন্যান্য বিষয়সহ বিচারাধীন মামলার জট কিভাবে কমানো যায় তার উপর প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। আইন কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন যে বর্তমানে নিম্নআদালতসমূহে প্রায় ২৮ লক্ষ মামলা এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মামলা বিচারাধীন আছে। নিম্ন আদালতের ২৮ লক্ষ মামলার বিচার নিস্পত্তি করার জন্য মাত্র ১৭০০ বিচারক কর্মরত আছেন যা একেবারেই অপ্রতুল।

স্থায়ী কমিটির মাননীয় সভাপতি মহোদয় আইন কমিশনকে মামলার জট (Backlog) কমানো ও দ্রুত বিচার নিস্পত্তির লক্ষ্যে একটি কার্যপত্র প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করেন। পরবর্তীতে উক্ত সভার কার্যবিবরণী ২৫/০৫/২০১৪ ইং তারিখে আইন কমিশনে প্রেরিত হলে উক্ত সভায় আইন কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলোর উপর ভিত্তি করে নিম্নবর্ণিত কার্যপত্র প্রস্তুত করে তার উপর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

জেলা জজশিপঃ

১। বর্তমানে নিম্ন আদালতসমূহে প্রায় ২৮ লক্ষ এবং ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে প্রায় ৯ লক্ষ মামলা বিচারাধীন আছে। এই বিপুল পরিমান মামলার বিচার ও নিস্পত্তির জন্য ম্যাজিস্ট্রেটসহ মাত্র ১৭০০ বিচারক কর্মরত আছেন যাহা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল। উল্লিখিত মামলার জট (Backlog) কমাতে হলে জরুরী ভিত্তিতে কয়েক ধাপে কমপক্ষে আরও ৩০০০ (তিন হাজার) নতুন জজ নিয়োগ দিতে হবে।

(ক) বিচারকদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গেঁ সঙ্গেঁ তাঁদের সাপোর্টিং স্টাফ নিয়োগ দিতে হবে। প্রতি জেলা সদরে নতুন এজলাস কক্ষ নির্মাণসহ ভৌত অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে।

(খ) মামলা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে সমগ্র বিচার ব্যবস্থাকে ডিজিটালাইজেসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সহকারী জজসহ প্রত্যেক বিচারকের জন্য একজন করে দক্ষ স্টেনোগ্রাফার নিয়োগ দিতে হবে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বিচারকদের নিজ হাতে সাক্ষীর জবানবন্দি রেকর্ড করার পরিবর্তে কম্পিউটার টাইপ চালু করা দরকার। প্রত্যেক আদালতে প্রিন্টারসহ একটি কম্পিউটার ও

আরও ০৩টি মনিটর সরবরাহ করতে হবে। বিচার কাজে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে সাক্ষীর জবানবন্দি স্টেনোগ্রাফার কম্পিউটারে টাইপ করবেন এবং উহা সঠিকভাবে রেকর্ড হচ্ছে কি না তা অবলোকন করার জন্য বিচারকসহ উভয়পক্ষের আইনজীবীদের সম্মুখে একটি করে মোট তিনটি মনিটর থাকবে।

২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী রুলস্ ও অর্ডারস্ মেতাবেক হাইকোর্ট ডিভিশন নিম্নআদালত সমূহের বিচারিক কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রতি কর্মদিবস সকাল ৯.৩০ মিঃ থেকে বিকাল ৪.৩০মিঃ পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দিয়েছে। একাধিক তদন্ত প্রতিবেদনে পাওয়া গেছে যে অধিকাংশ বিচারক সকাল ৯.৩০ মিনিটে এজলাসে উঠেন না এবং অনেকে দ্বিতীয়ার্ধেও উঠেন না।

(ক) বিচারিক কাজের জন্য নির্ধারিত সমুদয় সময়টুকু যদি বিচারিক কাজে ব্যয় করা নিশ্চিত করা যায় তবে মামলার জট কিছুটা হলেও কমতে বাধ্য।

(খ) সেক্ষেত্রে প্রতিকূল পরিবেশে সান্ধ্যকালীন আদালত চালু করার আদৌ প্রয়োজন হবে না।

৩। দেওয়ানী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ১২৫ নং রুল অনুযায়ী এবং ফৌজদারী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ৩৩ নং রুল অনুসারে মামলার চূড়ান্ত শুনানির দিনে সাক্ষী গ্রহণ আরম্ভ হলে সকল সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনের পর দিন সাক্ষ্য গ্রহণ চলতে থাকবে। শুধুমাত্র বিশেষ জরুরী কারণে মামলাটি স্বল্প সময়ের জন্য মুলতবী করা যেতে পারে। অধিকাংশ বিচারকই উল্লিখিত রুলের বিধান অনুসরণ করেন না ফলে আংশিক শুনানিকৃত মামলাগুলো বছরের পর বছর নিস্পত্তির অপেক্ষায় থাকে এবং বিচার বিলম্বিত হয়। উল্লিখিত রুলদ্বয়ের বিধান বিচারকদের মান্য করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪। ফৌজদারী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ৫০০নং রুল অনুযায়ী জেলা ও দায়রা জজ ও সমপর্যায়ের জেলা জজদের কর্মস্থল ত্যাগ করতে হলে তাঁদেরকে অবশ্যই হাইকোর্ট ডিভিশনের রেজিষ্ট্রারের নিকট লিখিতভাবে জানাতে হবে, উল্লিখিত বিধানটি বাপকভাবে লঙ্ঘিত হচ্ছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে জেলা জজ পর্যায়ের বেশ কিছু বিচারক প্রতি বৃহস্পতিবার কোর্ট আওয়ারে কর্তৃপক্ষের অগোচরে কর্মস্থল ত্যাগ করেন এবং পরের রবিবার দুপুর নাগাদ কর্মস্থলে হাজির হন। ঐ সকল নৈতিকভাবে দুর্বল জেলা জজদের অধস্তন বিচারকরা অনুরূপভাবে প্রতি সপ্তাহে কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থল ত্যাগ করেন ফলে জজশিপের সামগ্রীক বিচারকার্য দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

হাইকোর্ট বিভাগের রেজিষ্ট্রার প্রতি সপ্তাহে জেলা জজদের নিকট থেকে কর্মস্থল ত্যাগের জন্য কদাচিৎ কোন দরখাস্ত পান। মাঝে মাঝে ছুটির দিনে জেলা জজদের বাসায় টেলিফোন করে খোঁজ খবর নিয়ে দৃষ্টান্তমূলকভাবে তাদেরকে শো-কজ করলে এ ধরণের অবৈধ কর্মস্থল ত্যাগের ঘটনা কমে যাবে। যেভাবেই হোক বিচারকদের অবৈধ কর্মস্থল ত্যাগ বন্ধ করতে হবে এবং তাদের কর্মস্থলে অবস্থান নিশ্চিত করতে হবে যাহাতে বেশিরভাগ সাপ্তাহিক ছুটির দিন বিচারকগণ তাদের বিচারিক কাজ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে পারেন।

৫। দেওয়ানী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ৯২৭ নং রুল অনুযায়ী প্রত্যেক জেলা জজকে তাঁর অধীনস্থ প্রত্যেকটি আদালত বছরে অন্তত একবার পরিদর্শন করে হাইকোর্ট ডিভিশনে রিপোর্ট পাঠানোর বিধান আছে, কিন্তু তা প্রতিপালিত হয় না। তাছাড়া, ফৌজদারী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ৪৮০ নং রুল মোতাবেক

প্রত্যেক জেলা ও দায়রা জজকে প্রতিবছর ৪টি জুডিসিয়্যাল কনফারেন্স করার নির্দেশ আছে এবং চিফ জুডিসিয়্যাল ম্যাজিস্ট্রেট ও চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতিমাসে (রুল-৪৮১) একবার জুডিসিয়্যাল কনফারেন্স করার নির্দেশ আছে কিন্তু উক্ত বিধানসমূহ প্রতিপালিত না হওয়ায় বিচার বিলম্বিত হওয়াসহ অন্যান্য কারণসমূহ দূর করা সম্ভব হচ্ছে না। কাজেই প্রত্যেক জেলা জজকে তাঁর অধঃস্তন বিচারকদের নিয়ে নিয়মিত সভা করা এবং আদালতসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে পরিদর্শন করে মামলা নিষ্পত্তি দ্রুততর করার পদক্ষেপ নিতে পারেন।

৬। দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের অর্ডার -v এ সমন জারীর বিধানসমূহ দেওয়া আছে কিন্তু জারীকারক ও নাজিরের অবহেলা ও দুর্নীতির কারণে সময়মত সমন জারী হয় না ফলে মামলা শুনানির জন্য প্রস্তুত করতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়ে থাকে। দেওয়ানী রুলস্ ও অর্ডারস্ এর ৯৩ নং রুল মোতাবেক নিয়মিত সমন জারী না করলে নাজির দায়ী থাকবে কিন্তু নেজারত জজ-ইন-চার্জ এ ব্যপারে উদাসীন থাকার কারণে সমনজারীতে অস্বাভাবিক বিলম্ব হয়। জজ-ইন-চার্জ কর্তৃক নেজারতের কার্যক্রম প্রতি সপ্তাহে মনিটর করা নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।

৭। বিচারিক আদলতের বিধি মোতাবেক বিচারক সকাল ৯.৩০ মিনিটে এজলাসে উঠার পর প্রথমে চূড়ান্ত শুনানির জন্য নির্ধারিত মামলাগুলোর সাক্ষ্য গ্রহণ আরম্ভ করতে হবে। ইনটরলোকেটরী ম্যাটার ও অন্যান্য দরখাস্তসমূহ বেলা ২.০০ টার পর শুনানি করার বিধি জরুরী ভিত্তিতে পুণরায় চালু করতে হবে।

(ক) মামলা মুলতবির ব্যাপারে বিচারককে কঠোর হতে হবে। মুলতবির কারণ যথার্থ মনে হলে পর্যাপ্ত খরচসহ মুলতবির আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে।

(খ) কোন দরখাস্তের কপি অপরপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীকে প্রদান না করে আদালতে তা দাখিল করলে উহা অসম্পূর্ণ বিবেচনায় সরাসরি নাকচ করা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৮। দেওয়ানী মামলা, অর্থঋণ মামলা ও পারিবারিক মামলাসমূহ বিচারের ক্ষেত্রে বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (ADR) বিধান সংশ্লিষ্ট আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে বিচারককেই আপোষ মিমাংসার জন্য মুখ্য ভূমিকা পালন করতে হবে কিন্তু ঐ অজুহাতে শুনানি বিলম্বিত করা যাবে না।

৯। আপিল মামলাসহ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক শুনানির পর অবশ্যই ৭ দিনের মধ্যে রায় প্রদান করতে হবে। তবে কোন মামলার আকৃতি-প্রকৃতি বড় বা জটিল হলে তা অবশ্যই পরের সপ্তাহের মধ্যে রায় প্রদানে সচেষ্ট হতে হবে।

(ক) আদালতের বিবেচনায় কোন মামলা মিথ্যা বা হয়রানিমূলক বলে প্রমাণিত হলে উহা উপযুক্ত খরচাসহ ডিসমিস করতে হবে।

১০। সমাজে প্রভাবশালী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকল ধরণের অপরাধের সংখ্যাও আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায়, সাধারণ সাক্ষীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এরূপ প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে প্রায়শই অনীহা প্রকাশ করে। কাজেই সাক্ষীদের নিরাপত্তার জন্য "সাক্ষী সুরক্ষা আইন" প্রণয়ন করা অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে। এটা নিশ্চিত যে রাষ্ট্র সাক্ষীদের নিরাপত্তা

দিতে ব্যর্থ হলে অপরাধীরা সাক্ষ্যের অভাবে খালাস পেতে থাকবে যা দেশের বিচার ব্যবস্থা ও আইন শৃংখলার জন্য মারাত্মক হুমকী হবে।

উল্লেখ্য যে, সাক্ষী আদালতে হাজির হলে তার সাক্ষী গ্রহণ করাই বিধেয়, অন্যথায় পক্ষগণ কর্তৃক কোন সাক্ষীকে পুণঃ পুণঃ আদালতে হাজির করা দূরূহ হয়ে পড়ে। তার ফলে অন্তিমে ন্যায়বিচার ব্যাহত হয়।

১১। দেশের ফৌজদারী মামলাসমূহ সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে একটি পৃথক স্থায়ী ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি গঠন করা একান্ত দরকার। সাধারণত থানায় কর্মরত পুলিশ অফিসারদের বিভিন্ন রকমের দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকতে হয় ফলে তাদের পক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ১৬৭ ধারায় উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে তদন্ত কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। প্রায়ই দেখা যায় পুলিশ তদন্তকাজে মনোনিবেশ না করে দায়সারাভাবে ত্রুটিপূর্ণ তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করেন ফলে বিচারে অপরাধীরা আইনের ফাঁকে খালাস পেয়ে যান। ঘটনার পর পরই সাক্ষ্য সংগ্রহ করা নিশ্চিত করতে হবে।

(ক) ঘটনার পর পরই দ্রুত তদন্ত কাজ আরম্ভ করলে সাক্ষ্য প্রমাণ সহজেই পাওয়া সম্ভব এবং বিচারে রেইট অব কনভিকশন বেড়ে যাবে বলে আশা করা যায়। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে ফৌজদারি মামলায় কনভিকশনের হার আশঙ্কাজনকভাবে অপ্রতুল। ইহা তদন্ত কার্যের দুর্বলতাই প্রমাণ করে।

১২। জজশিপের বিচারাধীন মামলার মাসিক বিবরণী পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সমমানের একটি আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা অনেক বেশী, পক্ষান্তরে অপর একটি আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। এক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ২৪ ধারা মতে জেলাজজ স্বপ্রণোদিত হয়ে তাঁর প্রশাসনিক ক্ষমতাবলে মামলার ভারে ভারাক্রান্ত আদালত থেকে কিছু মামলা উত্তোলন করে বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য স্বল্প মামলার আদালতে স্থানান্তর করতে পারেন। তাছাড়া, জজশিপে নতুন বিচারক যোগদান করলে বা নতুন আদালত চালু হলে জেলাজজ সমমানের কোর্ট থেকে সহজ প্রকৃতির মামলাগুলো উত্তোলন করে নবীন বিচারকদের আদালতে বিচারের জন্য স্থানান্তর করতে পারেন (সি,আর,ও রুল ৯১৫)। জেলাজজ উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে মামলা স্থানান্তর করলে জজশিপের মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। জেলা জজদের এ ধরণের ক্ষমতা প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। ইহা তাঁদের দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

১৩। মামলার জট (Backlog) জরুরী ভিত্তিতে কমানোর লক্ষ্যে সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে সৎ ও কর্মঠ অবসরপ্রাপ্ত জজদেরকে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ ও পদায়ন করলে পুরাতন বিচারাধীন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার শুনানি, আপিল ও রিভিশন মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। এই পদক্ষেপটি দ্রুত গ্রহণের জন্য সরকারের নিকট জোর সুপারিশ করা হলো।

১৪। জেলা ও দায়রা জজ পর্যায়ে পদোন্নতি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে সৎ ও কর্মঠ বিচারকদের সর্তকতার সঙ্গেঁ নির্বাচন করা অপরিহার্য।

সুপ্রীম কোর্টঃ

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে বর্তমানে প্রায় ৩ লক্ষ ২৫ হাজার মামলা বিচারাধীন আছে বলে জানা যায় এবং উক্ত মামলাগুলোর নিষ্পত্তির জন্য ৯০ জন বিচারপতি কর্মরত আছেন। বিগত ২০০০ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত সময়ের পরিসংখ্যাণ সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে বিচারকের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মামলার সংখ্যাও সমানতালে বৃদ্ধি পেয়েছে যাহা অস্বাভাবিক বলে প্রতিয়মান হয়। উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলার জট (Backlog) কমানোর লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলোঃ

(১) বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে একট মনিটরিং সেল থাকবে যা প্রধানতঃ মামলা দাখিল ও নিষ্পত্তির সংখ্যা কি কি কারণে বৃদ্ধি পাচ্ছে তা নিরুপণ করে পদক্ষেপ নিবেন।

(২) সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গণে বিচারপ্রার্থী জনগণ যাতে কোন টাউট বা দুর্নীতিবাজ কর্মচারীর খপ্পড়ে না পড়েন তা নিয়ন্ত্রণের জন্য রেজিষ্ট্রারকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে রেজিষ্ট্রারকে অবশ্যই কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৩) কোন দেওয়ানী, ফৌজদারী মোশন দরখাস্ত বা সি,আর,পি,সি এর ৫৬১ -এ ধারামতে দরখাস্ত দাখিল করলে মাননীয় বিচারপতি মহোদয় প্রথমেই উহার মেরিট যাচাই করবেন এবং মেরিটবিহীন দরখাস্ত হলে অবশ্যই সরাসরি খারিজ করবেন। এ ব্যাপারে মাননীয় প্রধান বিচারপতিকে সার্বক্ষণিক প্রত্যেকটি বেঞ্চের মামলা নিষ্পত্তির বিষয় অত্যন্ত কঠোর হস্তে মনিটর করতে হবে। ইহার কোন বিকল্প নাই। বর্তমানে summary disposal প্রায় বন্ধই হয়ে গেছে, তা পুণরায় চালু করার জন্য মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়কে সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় মেরিট বিহীন মামলার সংখ্যা ক্রমাগত আকাশচুম্বী হবে এবং নূতন বিচারক নিয়োগ করলেও মামলার সংখ্যা কমবে না।

(৪) নিম্ন আদালতের কোন বিচারাধীন মামলার কার্যক্রম অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত করলে অণিবার্যভাবে নিম্ন আদালত, উচ্চ আদালত ও উভয় আদালতেই মামলার Backlog সৃষ্টি হয়। তাছাড়া, কোন ফৌজদারী মামলার তদন্ত কাজ স্থগিত করা বাঞ্ছনীয় নয়। এ ব্যাপারে বিচারকগণকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

(৫) সুপ্রীম কোর্টের কোন বেঞ্চের আদেশের অনুলিপি নিম্নআদালতে প্রেরণের নির্দেশ থাকলে সংশ্লিষ্ট সেকশন তা পাঠালো কি না তা যাচাই করা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব। এ ধরণের বিলম্ব মামলার জট সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। নিম্ন আদালত হতে উচ্চ আদালতে রেকর্ড প্রেরণ এবং উচ্চ আদালত হতে আদেশের অনুলিপি বা রেকর্ডপত্র সময়মত নিম্ন আদালতে তড়িৎ প্রেরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবহেলা পরিলক্ষিত হলে কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৬) কোন বেঞ্চের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা কম হলে মাননীয় প্রধান বিচারপতি সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে ডেকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিবেন যাতে মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

(৭) সুপ্রীম কোর্টের বিচারাধীন মামলার জট কমানোর লক্ষ্যে মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় অন্যান্য সিনিয়র বিচারপতিদের সঙ্গে বৈঠক করে উপায় উদ্ভাবন করতে পারেন। তাছাড়া, অবকাশ কালীন বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধি করে Backlog কমানোর পদক্ষেপ নিতে পারেন।

(৮) মাননীয় প্রধান বিচারপতি হাইকোর্ট বিভাগের সকল বেঞ্চের নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা মনিটর করবেন। তাছাড়া, তিনি ইচ্ছা করলে প্রত্যেক বেঞ্চের আগাম ছয় মাসের মধ্যে নিষ্পত্তিতব্য মামলার ক্রমিক নম্বর অনুসারে প্রস্তুতকৃত তালিকা দৈনিক কজ লিস্টের মাধ্যমে ওয়েবসাইটে দেওয়ার রেওয়াজ চালু করতে পারেন।

(৯) প্রত্যেকটি মোশান এফিডেভিট এর তারিখ ও ক্রমানুসারে নিষ্পত্তি করা প্রয়াজন। এতে বেঞ্চ অফিসারদের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে আবেদনকারীগণ রেহাই পেতে পারেন।

(১০) মোশান শুনানী নিরুৎসাহিত করে মামলা নিষ্পত্তির উপর জোর তাগিদ দিতে হবে। যে বেঞ্চ রুল ইস্যু করেন মাননীয় প্রধান বিচারপতি উক্ত বেঞ্চকেই ইস্যুকৃত রুলগুলোর শুনানী অন্তে নিষ্পতির নির্দেশ প্রদান করা বাঞ্ছনীয়।

(১১) যদি প্রকৃত আইনগত কোন কারণ ছাড়াই রুল ইস্যু করা হয়েছে বলে মাননীয় প্রধান বিচারপতির নিকট প্রতিয়মান হয় তা হলে ঐ মাননীয় বিচারপতির বিরুদ্ধে অদক্ষতাজনিত অসদাচারণের জন্য ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

(১২) মাননীয় প্রধান বিচারপতি মহোদয়ের বিশেষ জরুরী শুনানির বিষয় ব্যতিরেকে অধিকতর সময় আদালতের কার্যাবলী মনিটরিং ও অন্যান্য প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যয় করা প্রয়োজন।

(১৩) হাইকোর্ট বিভাগের বেঞ্চ অফিসারদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির ব্যাপক অভিযোগ রয়েছে। তাঁদেরকে ক্রমাগত বদলিসহ কঠিন হাতে মনিটরিং এর মধ্যে রাখতে হবে। প্রয়োজনে দুদককে অভিযোগ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে দিতে হবে।

কেউ আইনের উর্ধ্বে নয় তা সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। এমনকি সুপ্রীমকোর্টের মাননীয় বিচারকদের মধ্যে যদি কেউ কর্তব্যে গুরুতর অবহেলা বা আচরণ বিধি লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণ করেন তাহলে তিনি জাতীয় সংসদের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন মর্মে মূল সংবিধানের প্রদত্ত বিধান চালু করা যেতে পারে।